দৈনিক ইত্তেফাক

108

তারিখ ... ... SEP. 23.1999
পৃঃ 7 কলাম 6

সাজেন্ট জহুরুল হক হলের প্রবেশ মুখে (পলাশী মোড়) 'টর্চার রুম' ও অবৈধ স্থাপনা এবং দোকানপাট গতকাল বুলডোজার দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় –ইত্তেফাক

ক্যাম্পাসে টর্চার রুম উচ্ছেদ ॥ আরও ৯টির সন্ধান লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংবাদদাতা ॥ জহুরুল হক হলের পিছন গেটে এস আই কম্পিউটারের অভ্যন্তরে অবস্থিত টর্চার রুম গতকাল (বুধবার) উৎসুক জনতার উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়া গুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তিতে অবৈধ স্থাপনা এবং বস্তি তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রকম আরও ৯টি পয়েন্টে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি অপহরণকারীদের দীর্ঘদিনের আস্তানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। টর্চার রুম আবিষ্কৃত হইবার পর অনেক দুর্নীতির তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ৮৮ সালের ১৪ মার্চ তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর আব্দুল মান্নান সে সময়কার ডাকসু'র সমাজ সেবা সম্পাদক কাওসার মোল্লাকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে জহুরুল হক হলের পিছন গেট

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে টর্চার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সংলগ্ন জায়গা এক বছরের জন্য লীজ দেন। এখানে তিনি এসআই কম্পিউটার সেন্টার গড়িয়া তোলেন। প্রতিবছর নবায়ন করার কথা রহিয়াছে চুক্তিতে। কিন্তু চুক্তির নবায়ন দূরে থাক ৯০ সালের জুন মাসের পরে মাসিক ভাড়াও পরিশোধ করা হয় নাই। কাওসার মোল্লা এসআই কম্পিউটারে তাহার সন্ত্রাসী আখড়া গড়িয়া তোলেন। এস আই কম্পিউটার সেন্টারের মধ্যে তিনটি দোকান রহিয়াছে। যেগুলি কাওসার মোল্লা বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন এবং এ বাবদ লক্ষাধিক টাকা অগ্রিমও গ্রহণ করেন। ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত টর্চার রুমটি ছিল সন্ত্রাসীদের আখড়া। জানা যায়, এই টর্চার রুম ক্যাডারদের মধ্যে ভাড়া দেওয়া হইত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য। এই জায়গাটির দখল নিয়া ছাত্রলীগ ক্যাডারদের মধ্যে গত দুইবছরে সংঘর্ষ ও গোলাগুলী হইয়াছে কমপক্ষে ১০ বার। মাস ছয়েক আগে এটি ছাত্রলীগ হইতে বহিষ্কৃত ক্যাডার শামীম আহমেদের আর্শিবাদপুষ্ট মিজানের দখলে ছিল। কিছুদিন আগে ইহা এস এম হল শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আলিমের দখলে ছিল। টেলিফোনের দোকান সেই চালাইত। ক্যাম্পাসে ক্যাডারদের রমরমা দিনে এখানে 'এতিম রাশেদ', টোকাই মিজান, পিচ্চি শামীম, বেনজীর আহমেদ টিটুরা মধ্যরাত পর্যন্ত আড্ডা দিত। গতকাল দুপুরে শতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে টর্চার রুম ভাঙ্গার সময় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। সহকারী প্রক্টর ডঃ রফিকুল্লাহ খান, বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেট ম্যানেজার এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন। সকল লীজের জায়গা প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বে ছিল। অভিযোগে প্রকাশ, প্রকৌশল বিভাগের সীমাহীন দুর্নীতিতে কিনারা না পাইয়া ৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট গঠন করেন এবং ইহার পর হইতে বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করিয়া সেগুলি উচ্ছেদের জন্য নোটিস দেওয়া হয়। পলাশীসহ এরকম আরও নয়টি পয়েন্ট রহিয়াছে, যেমন টিএসসি সড়ক দ্বীপে অবস্থিত ডাস-ক্যান্টিন, টিএসসির অভ্যন্তরে ডাসের কিচেন রুম, সায়েন্স এনেক্স ভবন সংলগ্ন মেডিসিন কর্নার, কলা ভবন স্যাডোতে ফাষ্ট ফুডের দোকান, লেকচার থিয়েটারের নীচে ফটোষ্ট্যাট রুম, কাটাবন মসজিদ ঘিরিয়া গড়িয়া উঠা দোকানপাট, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর চেকপোষ্টে ফটোষ্ট্যাট দোকান, কলা ভবনের মেইন গেটে গড়িয়া উঠা ফটোষ্ট্যাটের দোকান, শহীদুল্লাহ হল সংলগ্ন দোকান এবং টিএসসি ফুটপাতের দোকান। এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রসঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ক্যাম্পাসে কোন অবৈধ স্থাপনা আমরা থাকিতে দিব না। অচিরেই অন্যান্য অবৈধ বস্তি ও দোকানপাট তুলিয়া দেওয়া হইবে।

শামীম আহমেদের বক্তব্য

গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের টর্চার রুম' শীর্ষক রিপোর্টের একাংশের প্রতিবাদ করিয়া ছাত্রলীগের পাঠাগার সম্পাদক শামীম আহমেদ বলেন, আমি কোন পেশাদারী সন্ত্রাসের সহিত জড়িত নই। ৯৮ সালের শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া কাওসার মোল্লার ঘরটি ভাড়া নেই। আমি এখন সিটি করপোরেশনের ঠিকাদারী ব্যবসায়ে জড়িত আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কোন ঘটনার সহিত এখন আমার বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা নাই। আমাকে জড়াইয়া উদ্দেশ্য-প্রণোদিত খবর ছাপা হইয়াছে, আমার নামও রগকাটা শামীম নয়।